পরশ
পাথর

পরশুরাম রচিত কাহিনী অবলম্বনে

* পরশ পাথর *

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

সত্যজিৎ রায়

সঙ্গীত। রবিশঙ্কর প্রযোজনা। প্রমোদ লাহিড়ী আলোকচিত্রশিল্পী। সুব্রত মিত্র

শিল্পনির্দেশক। বংশী চন্দ্রগুপ্ত শব্দযন্ত্রী। দুর্গাদাস মিত্র সম্পাদক। দুলাল দত্ত

ব্যবস্থাপক। অনিল চৌধুরী মেক-আপ। শক্তি সেন

ল্যাবরেটরি তত্ত্বাবধায়ক। কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় স্থিরচিত্র। টেকনিকা

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনা।	শৈলেন দত্ত। নিত্যানন্দ দত্ত	শিল্পনির্দেশনা। রবি চট্টোপাধ্যায়
	তপেশ্বর প্রসাদ। সুবীর হাজরা	সম্পাদনা। তপেশ্বর প্রসাদ
ক্যামেরা।	নিমাই রায়। দীনেন গুপ্ত	ব্যবস্থাপনা। ভানু ঘোষ
	সৌমেন্দু রায়। কৃষ্ণধন	দৃশ্য নির্মান। সুবোধলাল দাস। ছেদিলাল শর্মা
	চক্রবর্ত্তী	আলোক সম্পাত। প্রভাস ভট্টাচার্য। ভবরঞ্জন
শব্দগ্রহণ	জ্যোতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	কেষ্ট। অনিল
	বিষ্ণু পরিধা। রবি সেনগুপ্ত	মেকআপ। পরেশ। ভীম। বরেন

অন্তর্দৃশ্য। টেকনিশিয়ান্‌স্ ষ্টুডিও-তে গৃহীত। বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিজে পরিস্ফুটিত

আর সি এ ও ষ্ট্যানসিল হফম্যান শব্দগ্রহন প্রণালী

অ্যারিফ্লেক্স ও মিচেল ক্যামেরা

॥ ভূমিকায় ॥

তুলসী চক্রবর্ত্তী

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাপদ বসু।

রাণীবালা। হরিধন। জহর রায়। বীরেশ্বর সেন।

মনি শ্রীমানি। শ্রীমান মানস। সন্তোষ দত্ত। প্রদোশ কুমার বসু।

শ্যামসুন্দর আগরওয়াল্। শিউরামদাস আগরওয়াল।

খগেন পাঠক। সুধীর রায়চৌধুরী। রাজনাথ।

বাদল দত্ত। মনীষ মুস্তফি।

অজিত সিং

ভারতে একমাত্র পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম করপোরেশন প্রাইভেট লিঃ

পরিবেশনায় সর্বসত্বাধিকারী : লাব্রস ইণ্টারন্যাশনাল

পরশ পাথর

ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের কেরানি পরেশচন্দ্র দত্ত যেদিন ছাঁটাইএর নোটিশ পেলেন, সেদিনই বিকেলে তিনি একটি দুর্লভ পরশ পাথর কুড়িয়ে পেলেন। পাথরের গুণ আবিষ্কার করে তিনি বাড়ীর কিছু ধাতব জিনিষ সোনা করে ফেল্‌লেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোল যে এই বিরাট সৌভাগ্যে তার কোন অধিকার নেই। অতএব তিনি পাথরটি পরদিনই গঙ্গায় ফেলে দেবেন।

তার স্ত্রী গিরিবালা অনুরোধ করলেন যে যে-সব জিনিস সোনা হয়েছে সেগুলো বিক্রী করে যা টাকা হবে সেই নিয়ে তারা বসবাস উঠিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরোবেন। পরেশ রাজি হলেন, কারণ এ-বয়সে চাকরি গেলে কলকাতার সংসার চলবে কী করে?

কিন্তু সোনা বিক্রী করে অনেকগুলো টাকা একসঙ্গে পেয়ে পরেশ মতিভ্রান্ত হলেন। অর্থবান ব্যক্তির নানান স্বাচ্ছন্দ্যের ছবি তার মানসপটে উদিত হ'ল এবং তাকে প্রলুব্ধ করল। তিনি আর পাথরটি বিসর্জন দিলেন না। ...

* * * *

চার বছর পর। পরেশ এখন লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি বাড়ি করেছেন, গাড়ি কিনেছেন, কিছু ভালো শেয়ারও কিনেছেন। পাথরের ব্যাপারটি তিনি কাউকে বলেননি, এমন কি তার স্নেহের পাত্র সেক্রেটারি প্রিয়তোষ হেনরি বিশ্বাসকেও না। প্রিয়তোষ ভালো ছেলে এবং

কাজের ছেলে, তবে পরেশের কাজ ছাড়াও তার আরেকটি কাজ আছে, সেটি হোল টেলিফোনে তার বান্ধবী হিন্দোলার সঙ্গে প্রেমালাপ করা।

স্বর্ণালঙ্কারবিভূষণা গিরিবালার সুখের সীমা নেই, তবে সেটা অবিমিশ্র সুখ নয়। তার চিন্তা—পরশ পাথরের ব্যাপারটা গোপন থাকবে ত? এ-সুখ টিঁকবে ত?...

*　　*　　*　　*

শেঠ কৃপারাম কাচালুর ককটেল পার্টিই হোল পরেশের কাল। পার্টিতে জীবনে প্রথম মদ্যপান করে বেসামাল হয়ে পরেশ তার পাথরের রহস্যটি সর্বসমক্ষে উদঘাটন করে ফেলল।

তার ভুলের মাত্রা সে উপলব্ধি করল পরদিন সকালে। গিরিবালার ভর্ৎসনা ঘটনার গুরুত্বটী আরো প্রকট করে দিল। শেঠ কৃপারাম কাচালুও ইতিমধ্যে পরেশের কীর্তিকলাপ পুলিশের গোচর করে দিল।

যে পালায়, সেই রক্ষা পায়, এইরূপ বিবেচনা করে পরদিন ভোরে পরেশ তার পাথর ও সম্পত্তি প্রিয়তোষের হস্তে অর্পণ করে সস্ত্রীক মোটরযোগে লিলুয়া যাত্রা করল।

এদিকে সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় শহরে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেই খবর পড়ে হিন্দোলা টেলিফোনযোগে প্রিয়তোষকে জানিয়ে

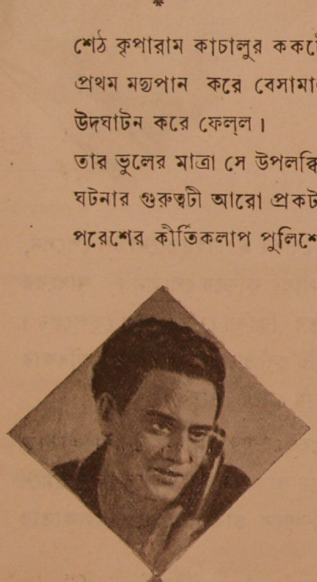
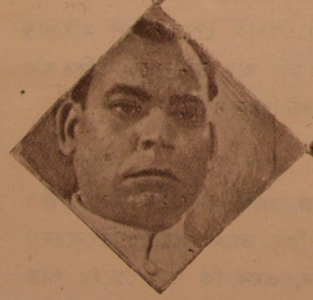
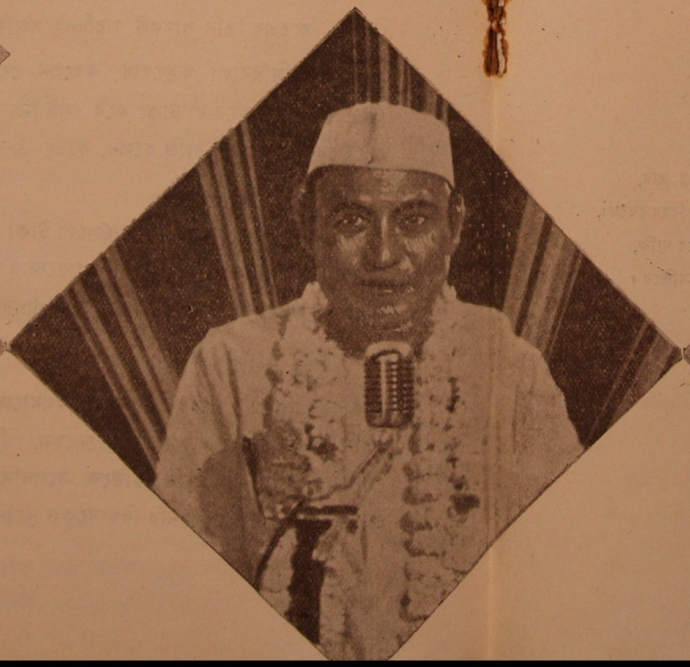

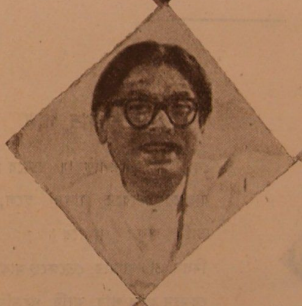
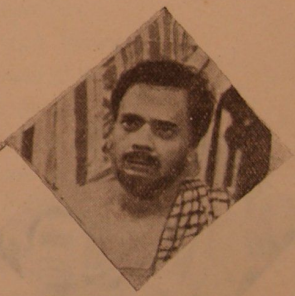
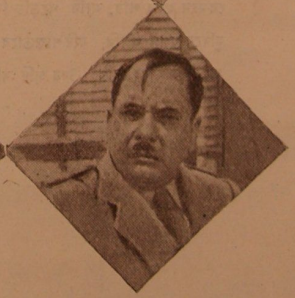

দিল যে অসদুপায়ে স্বর্ণোৎপাদনের কারবারে যে লিপ্ত, এমন লোকের সেক্রেটারিকে প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করা তার পক্ষে অসম্ভব। প্রিয়তোষ হতাশায় বিভ্রান্ত হয়ে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে আর কিছু না পেয়ে পাথরটি উদরস্থ করল।

ঠিক এই সময় রেড রোডের কাছাকাছি পুলিশ পরেশকে গ্রেপ্তার করল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ—চোরাই সোনার কারবার।

সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় পরশ পাথরের অস্তিত্ব প্রমান করা।

* * * *

কিন্তু পাথর যে প্রিয়তোষের পেটে।

পরেশ করবে কি? .....

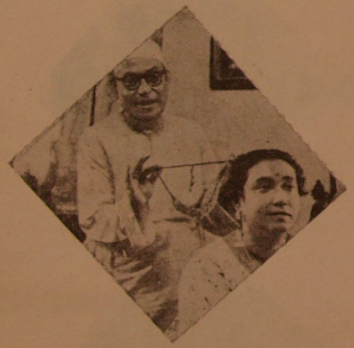

গিরিবালার গান

কেন মন সঁপেছিলাম তারে।
যাহারে হেরিতে বাসনা হলে,
ভাসি অকুল পাথারে॥
মিলন তরি আমার, ভেঙ্গেছে মাঝার তার,
কেমনে হইব পার, আমি পড়েছি বিষম ফেরে।
মুদিয়ে যুগল আঁখি, যদি শান্তভাবে থাকি,
তখনি তাহারে দেখি, উদয় হৃদি মন্দিরে।

PARASH PATHAR (The Philosophers' Stone)

Returning home from work one evening, Paresh Dutta, a middleaged bank clerk, picks up a stone which turns out to have alchemic properties.

After a long battle with his conscience, Paresh decides to use the stone to provide himself with the comforts that had so far been denied him.

A lapse of four years finds Paresh a respected and respectable public figure performing such functions as befit such men. We learn that he has not revealed his source of wealth to anybody, not even his secretary Priyatosh Henry Biswas, an amiable young man given to long amorous telephone conversations with his sweetheart Hindola Mazumdar.

Attending a cocktail party at rich businessman Kachalu's place, Paresh has his first taste of liquor, and in no time finds himself demonstrating the powers of his precious stone to the guests. He is taken to be a professional magician by all except Kachalu, who tries to extract his 'Formula' out of him, is foozled, and ends up by informing the police.

Sensing danger, Paresh bequeaths the stone and his properties to his secretary and flees in his car. But the police catch up with him.

As Paresh is held on a charge of smuggling gold, and the city is rocked by the front page news of Paresh's activity, Priyatosh has a serious misunderstanding with Hindola and swallows the stone—sorely needed by Paresh to disprove the charge—in an attempt to commit suicide.

It would seem as if only a miracle could exonerate Paresh and clear the air for a happy ending.

Indeed, it is a miracle which does it.

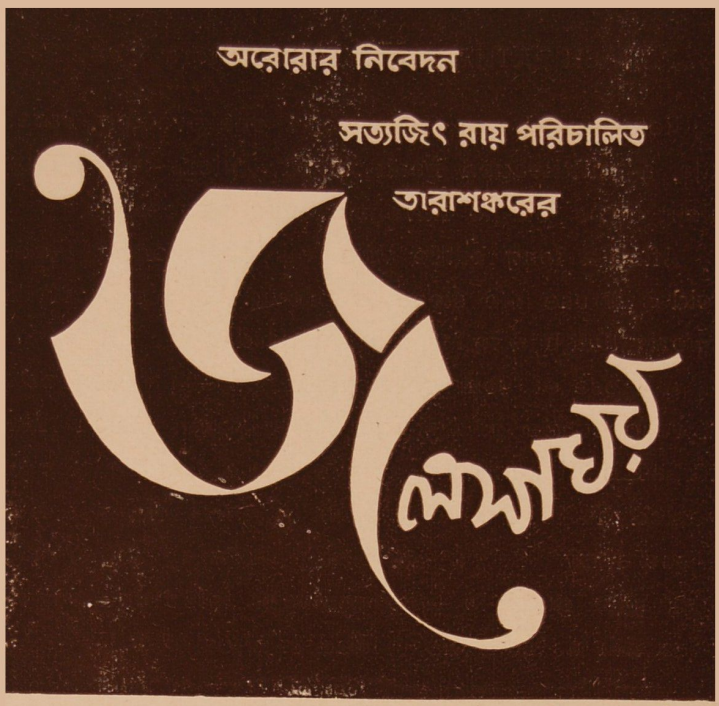

শ্রেষ্ঠাংশে—ছবি বিশ্বাস। সঙ্গীত—ওস্তাদ বিলায়েত হোসেন খান

এল, বি, ফিল্মস্ ইণ্টার ন্যাশানাল-এর নিবেদন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : শ্রীঋত্বিক কুমার ঘটক

মূল কাহিনী : শ্রীসুবোধ ঘোষ। প্রযোজনা : শ্রীপ্রমোদ কুমার লাহিড়ী

। অরোরা পরিবেশিত । লাব্রস রিলিজ ।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২৫ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং মহাজাতি আর্ট প্রেস,
১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।